সূত্র, বিজ্ঞানের নিয়মাবলি ইত্যাদি আমরা এই জাতীয় শিখনের দ্বারাই শিখতে সমর্থ হই। শিক্ষার্থী পূর্বে শেখা দুই বা ততোধিক নিয়মের সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ে সমাধান সূত্র তৈরি করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই নীতি ও সূত্রের বিশেষ প্রয়োজন হয়। যেমন—সূর্য পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, কিন্তু আসলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে বলেই এমন হয়। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। দিনরাত্রি কেন হয় বা জোয়ার ভাটা কেন হয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠে।

7. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning)

শিখন বিচার-বিবেচনাহীন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি হওয়ার ফলেই প্রাণীরা সমস্যাসমাধান করতে পারে। এই উপলব্ধি হঠাৎ করেই শিক্ষার্থীর মধ্যে আসে। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকতার হঠাৎ এই প্রত্যক্ষণকেই বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি (Insight)। অন্তর্দৃষ্টি হল এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে শিখন ঘটে—

- শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে।
- প্রাথমিক প্রত্যক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া করে। এই প্রতিক্রিয়া সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং প্রত্যক্ষণের প্রকৃতিকেও বদলে দেয়।
- শিক্ষার্থী তার নতুন ধারণার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া করতে থাকে।
- একসময় হঠাৎ শিক্ষার্থী সমস্যাটির সমাধান করে ফেলে। এই সর্বশেষ পর্যায়ের প্রত্যক্ষণকেই বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি (Insight)।

8. সমস্যাসমাধানমূলক শিখন (Problem-solveing Learning)

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাসমাধান করতে করতেই মানুষ তার জীবনপথে এগিয়ে যায়। মানুষ তার জীবনে চলার পথে যখনই কোনো নতুন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখনই সেই বাধাকে অতিক্রম করে সমস্যার সমাধান করে। এর ফলে আচরণধারা পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ শিখন হয়। এই জাতীয় শিখনকে বলা হয় সমস্যাসমাধানমূলক শিখন। এই ধরনের শিখন সবচেয়ে জটিল। উন্নত প্রাণী হিসেবে মানুষের জীবনে এই জাতীয় শিখন প্রায়শই ঘটে থাকে। এই জাতীয় শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে—

- শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্যবিষয়কে সমস্যার আকারে তুলে ধরা।
- সমস্যা শিক্ষার্থীর বয়স ও মান অনুযায়ী এমন হবে যাতে তা তারা তাদের মানসিক ক্ষমতা এবং দৈহিক ও মানসিক পরিণমনের দ্বারা সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন 4. শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করো। (Discuss about factors influencing on learning.)

উত্তর : শিখন হল অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আচরণের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন। শিখনের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, শিখন প্রক্রিয়ায় শিখন ও শিক্ষণ দুটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি হল:

- শিক্ষার্থী, যার আচরণের পরিবর্তন সাধিত হবে।

Scanned with CamScanner

• শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তনসাধন করার জন্য কী ধরনের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে কোনো বিষয়ের শিখনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে দু-ধরনের উপাদানের উপর, একটি শিক্ষার্থীর ও অপরটি শিখন পরিস্থিতির ওপর। কাজেই একদল শিক্ষার্থীর শিখনের দিক থেকে যে পার্থক্য তার কারণ হল শিক্ষার্থীদের একে অন্যের সঙ্গে পার্থক্য ও শিখন পরিস্থিতির পার্থক্য। যে উপাদানগুলি শিখনকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল ব্যক্তিগত উপাদান (শিক্ষার্থী নির্ভর) ও পারিবেশিক উপাদানের (শিখন পরিস্থিতি ও শিখনের সুযোগ) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পারিবেশিক উপাদানকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে: 1. শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপাদান (Teacher related factors), 2. পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপাদান (Content related factors) এবং 3. পদ্ধতিগত উপাদান (Process related factors)। কাজেই যে উপাদানগুলির সঙ্গে শিখন সম্পর্কযুক্ত সেগুলি হল:

A. শিক্ষার্থী নির্ভর B. শিক্ষক নির্ভর C. পাঠ্য বিষয় নির্ভর D. পদ্ধতি নির্ভর

A. শিক্ষার্থী-নির্ভর উপাদান (Learner related factors)

শিখন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষার্থী। কিন্তু কীভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করবে তা নির্ভর করছে তার নিজের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা পদ্ধতির উপর। শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি হল:

1. শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য (Learner's physical & mental health): শিক্ষাকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দ্বারা শিখন প্রভাবিত হয়। শিক্ষার্থী যদি সুস্থ শরীরের অধিকারী না হয়, তাহলে শিখনে তার প্রভাব পড়ে। একইভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা থাকা প্রয়োজন। প্রাক্ষোভিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিখনের ক্ষেত্রে সাফল্য আশা করা যায় না।

2. শিক্ষার্থীর মৌলিক ক্ষমতা (Basic potential of the Learner): শিক্ষার্থীর শিখনের ফলাফল নির্ভর করে তার মৌলিক ক্ষমতার উপর। এই মৌলিক ক্ষমতাগুলি হল:

- শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতা ও সামর্থ্য।
- শিক্ষার্থীর সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং নির্দিষ্ট বিষয় শিখনের দক্ষতা। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা ও মনোভাব।

3. শিক্ষার্থীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাফল্যলাভের প্রেষণা (Learner's aspiration & achievement-motivation): শিক্ষার্থীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাফল্যলাভের প্রেষণার উপর শিখন নির্ভরশীল। যে শিক্ষার্থীর সাফল্যের প্রেষণা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সে কোনো কিছুই অর্জন করতে পারে না। তবে এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রেষণা খুব উচ্চ স্তরে থাকলে সামান্য ব্যর্থতার ফলেই শিক্ষার্থীকে নিরাশ করতে পারে। আবার এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রেষণা খুব নিম্নস্তরে থাকলে শিক্ষার্থী কিছু শেখার তাগিদ অনুভব করবে না।

4. জীবনের লক্ষ্য (Goals of Life): জীবন দর্শন, জীবনের আস্ত ও চরম লক্ষ্য শিখন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। কোনো জিনিসের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি, তার শেখার আগ্রহ, ধৈর্য ও একাগ্রতা সব কিছুই নির্ভর করে তার লক্ষ্য ও জীবন দর্শনের উপর।

Scanned with CamScanner

5. প্রস্তুতি ও ইচ্ছাশক্তি (Readiness & Will Power): শিক্ষার্থীর শেখার জন্য প্রস্তুতি ও ইচ্ছাশক্তি তার শিখনের ফলাফল কী হবে তা নির্ধারণ করে। শিক্ষার্থী যদি শেখার জন্য প্রস্তুত না থাকে, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে শিখনে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারবে না। বিপরীতক্রমে সে যদি শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে, সে কার্যকরী শিখনের জন্য সচেষ্ট হবে।

B. শিক্ষক-নির্ভর উপাদান (Teacher related factors)

শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার একটি প্রান্তে যদি শিক্ষার্থীর অবস্থান হয়, অনিবার্যভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের অবস্থান হবে অপর প্রান্তে। শিক্ষক এখানে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কার্যাবলিকে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পরিচালিত করেন। সুতরাং শিক্ষক-নির্ভর উপাদানগুলির শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

1. পাঠ্যবিষয়ের উপর দখল (Mastery over the subject matter): একজন শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের পাঠ ও শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে সাহায্য করে। পাঠ্য বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সংযোগসাধনের জন্য তাঁর পেশাগত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। পেশাগত দক্ষতা ও অদক্ষতার উপরই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

2. শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ (Personality traits & behaviour of the Teacher): একজন শিক্ষক তাঁর গুণাবলি ও আচরণের দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন ও তাদের মনে ছাপ রেখে যাবেন। তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাজকর্ম, আচরণধারা, ব্যক্তিত্বের গুণাবলি ছাত্ররা অনুসরণ করে ও অনুশীলন করে। শিখনের প্রধান উদ্দেশ্য হল আচরণধারার বাঞ্ছিত পরিমার্জন, যা একজন শিক্ষক তাঁর নিজস্ব গুণাবলি ও আচরণধারা প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্ভব করে তুলতে পারেন।

3. শিক্ষকের অভিযোজনের স্তর ও মানসিক স্বাস্থ্য (Level of adjustment & Mental Health of the Teacher): একজন শিক্ষকের অভিযোজন স্তর ও মানসিক স্বাস্থ্য (ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে) শিক্ষার্থীদের আচরণকে প্রভাবিত করে ও শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। একজন শিক্ষক যদি মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী না হন অথবা তাঁর অভিযোজনগত যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তিনি শিক্ষণ ও শিখনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

4. শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়া ও শৃঙ্খলা রক্ষার ধরন (Type of discipline & interaction by the Teacher): একজন শিক্ষক যিনি দক্ষতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন তিনি আশানুরূপ ফললাভ করেন। অপরপক্ষে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে ও একমুখী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একজন শিক্ষক কখনোই বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারেন না।

C. পাঠ্য বিষয়নির্ভর উপাদান (Content related factors)

শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় পাঠ্য বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অংশগ্রহণ করেন। পাঠ্য বিষয়ের গুণগত মান, নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্য

Scanned with CamScanner

ও শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে। যদি পাঠ্য বিষয়টি শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি, আগ্রহ ও সামর্থ্যের উপযোগী হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হয়। পাঠ্য বিষয়নির্ভর উপাদানগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়:

1. পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি বা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ (Nature of the content or learning experience): শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়া পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি ও শিখন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাঠ্য বিষয়টির প্রকৃতি প্রথাগত বা অপ্রথাগত, আকস্মিক বা সুসংবদ্ধ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, তা শিখন ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও ফলাফলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

2. পাঠ্য বিষয় ও শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন (Selection of the content or Learning Experiences): পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি ঠিকমতো মনোযোগ ও সময় দেওয়া হয় তাহলে তা শিক্ষাদান ও শিখনের উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে এবং শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া ও ফলাফলকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য পাঠ্য বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিকতা ও সক্রিয়তার নীতি, শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি, অভিজ্ঞতার বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

3. পাঠ্য বিষয় অথবা শিখন অভিজ্ঞতার সংগঠন (Organisation of the contents or learning experiences): নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়টিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সুবিধার্থে সুসংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। সুসংগঠিত পাঠ্য বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শিক্ষাদান ও শিখনের উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং যৌক্তিক বনাম মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, কাঠিন্যের মাত্রা, সহগতি প্রভৃতি পদ্ধতির প্রয়োগ করা প্রয়োজন পাঠ্য বিষয়টিকে সংগঠিত করার জন্য।

D. পদ্ধতি নির্ভর উপাদান (Process Related Factors)

যদি শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়া পরিকল্পিত, সুসংবদ্ধ ও যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে তার ফলাফল আশানুরূপ হয়। পদ্ধতি নির্ভর উপাদানগুলি আলোচনা করা হল:

1. শিক্ষাদান ও শিখনে সাহায্যকারী পদ্ধতিসমূহ:

(i) **অতীতের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযুক্তিকরণ:** শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার গুণগত মান নির্ভর করে শিক্ষক কতটা দক্ষতার সঙ্গে নতুন শিখন অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারছেন। অতীতে শেখা জিনিসটি নতুন অভিজ্ঞতার আত্তীকরণে (Assimilation) ও বোধগম্যতায় শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে।

(ii) **একটি বিশেষ ক্ষেত্রের শিখনকে অন্যত্র সঞ্চালন:** কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের শিখনকে অন্য কোনো বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন। এই সঞ্চালন বিভিন্নভাবে হতে পারে: 1. বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 2. একই বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে 3. বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে।

(iii) **একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার (Utilization of maximum number of Senses):** বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা জ্ঞান অর্জন করি। শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে কীভাবে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হচ্ছে তার উপরই শিক্ষাদান, শিখনের সাফল্য

Scanned with CamScanner

ও ফলাফল নির্ভর করে। যে শিক্ষার্থী শিখনের সময় তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও স্বাদেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে শেখে সে তত বেশি শিখনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

(iv) **অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তির সুযোগ (Provision of revision & practice) :** পর্যালোচনা ও অনুশীলন শিখনে সহায়তা করে। যে শিক্ষার্থী চর্চা, অনুশীলন ও পর্যালোচনার সুযোগ পায়, সে তত বেশি শিখন অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ, পুনরুদ্রেক করতে সক্ষম হয়।

(v) **অগ্রগতির সম্পর্কে ধারণা ও শক্তিদায়ক উদ্দীপকের প্রয়োগ (Provision of proper feedback & re-inforcement):** শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়া নির্ভর করে শিক্ষার্থীকে কী ধরনের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে ও শক্তিদায়ক উদ্দীপকের প্রয়োগ করা হচ্ছে তার উপর। ব্যক্তিকে যদি তার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় তাহলে সময়মতো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা শিক্ষার্থীর কাছে শক্তিদায়ক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার জন্য কী ধরনের শক্তিদায়ক উদ্দীপক ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যেমন: শিক্ষকের হাসি, মাথা নাড়ানো, খুব ভালো ইত্যাদি মন্তব্য শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করে।

(vi) **উপযুক্ত শিখন ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্বাচন (The selection of the suitable learning methods & teaching) :** বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও শিখনের জন্য একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। শিখন ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ফলাফল নির্ভর করে কী ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে, যেমন—

(ক) এই পদ্ধতিগুলি কী শিখন, সংরক্ষণ ও বোধগম্যতায় সাহায্য করছে?

(খ) এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী শিক্ষক প্রাধান্য পাচ্ছেন/শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক অথবা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ আছে?

(গ) এই পদ্ধতিগুলি কী আত্মশিখনে সাহায্য করছে?

2. শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ ও সংস্থান (Teaching-Learning, Environment & Resources): একজন শিক্ষার্থীর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তনসাধনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও শিখন সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিখন পরিবেশের যেসব উপাদান সম্পদ শিখনকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা হল:

(i) বিদ্যালয়ের আবেগগত সামাজিক পরিবেশ হল শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক।

(ii) শিক্ষক সহায়ক উপকরণ, যথা: পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা, প্রোজেক্ট কার্যাবলির সুযোগলাভ।

(iii) শিখন উপযোগী পরিবেশ বলতে বোঝায়:

- শ্রেণিকক্ষে যথাযথ বসার ব্যবস্থা।

Scanned with CamScanner